পঞ্চম দার্‌স

الدرس الخامس

‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ’-এর অর্থঃ

معنى لاإله إلا الله:

লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ, হলো, দ্বীনের ভিত্তি ও বুনিয়াদ। ইসলামে রয়েছে এর বড় মর্যাদা ও মহান তাৎপর্য। এটি ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মৌলিক রুক্‌নসমূহের প্রথম রুক্‌ন এবং ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা। সমূহ সৎকার্য আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়া না হওয়া এ কালেমার মৌখিক স্বীকার, এর অর্থ জানা এবং তদনুযায়ী আমল করার উপর নির্ভর করে।

এ বাক্যটির সঠিক ও বিশুদ্ধ অর্থ যার দ্বিতীয় কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই তা হলো, **‘আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা’বুদ বা উপাস্য নেই।’** এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই অথবা আল্লাহ ছাড়া আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করার শক্তি কারো নেই বা আল্লাহ ব্যতীত কেউ বিদ্যমান নেই। কেননা, এই কালেমার এই ব্যাখা করলে তা তাওহীদে রুবিয়্যার ব্যাখা হয়ে যায় এবং তাওহীদে উলূহিয়্যা যা এই কালেমার প্রকৃত ব্যাখ্যা তা চাপা পড়ে যায়।

এ বাক্যটির দু’টি অংশ রয়েছে। যথা,

১। **‘লা-ইলাহা’** এটি নেতিবাচক বা অস্বীকৃতিমূলক অংশ। এতে প্রত্যেক বস্তুর উপাস্য বা মা’বুদ হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে।

২। **‘ইল্লাল্লাহ’** এটি ইতিবাচক অংশ। যাতে শুধুমাত্র এক ও এককভাবে আল্লাহর জন্যই মা’বুদ হওয়ার উপযুক্ততাকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করা হয়েছে। যার নেই কোন শরীক ও অংশীদার। অতএব আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করা যাবে না। কোন প্রকারের ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য সম্পাদন করা বৈধ হবে না। যে ব্যক্তি এ কালেমার অর্থ অনুধাবন করে এবং তার অত্যাবশ্যকীয় বিধানগুলো সর্ব প্রকার শির্ক থেকে বিরত থেকে, একত্ববাদের স্বীকৃতি দিয়ে মেনে চলে, মুখে তার স্বীকৃতি দেয়, সাথে সাথে কালেমায় নিহিত বিষয়গুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় রেখে তদনুযায়ী আমল করে, সেই প্রকৃত মুসলিম। আর যে অবিচল কোন বিশ্বাস না রেখে তার উপর আমল করার ভান দেখায়, সে মুনাফিক ও কপট। আর যে কালেমার পরিপন্থী (যথা শির্ক) কাজ করে, সে মুশরিক ও কাফের, যদিও সে তা মুখে উচ্চারণ করে থাকে।

কালিমাতুত্তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ’-র মাহাত্ম্য

এ কালেমার অনেক উচ্চ মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এবং বিপুল সুফল রয়েছে। যেমন,

১। **তাওহীদবাদী জাহান্নামীকে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হতে দিবে নাঃ** রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বলেছেন, “সে ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে (এবং জান্নাতে দেওয়া হবে) যে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়েছে এবং তার অন্তরে যব পিরমাণ কল্যাণ আছে। আর সে ব্যক্তিকেও বের করে আনা হবে, যে এ বাক্যটি পড়েছে এবং তার অন্তরে গম পরিমাণ ঈমান আছে, আর সে ব্যক্তিকে বের করে আনা হবে, যে এ বাক্যটি পড়েছে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ আছে”। (বুখারী৪৪-মুসলিম ১৯৩)

২। **এ কালেমাটির জন্য মানুষ ও জ্বিন জাতিদ্বয়কে সৃষ্টি করা হয়েছেঃ** মহান আল্লাহ বলেন,

“আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই, কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।” (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬)

৩। **এ কালেমাটির প্রচারের জন্যই যুগে যুগে রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, অবতীর্ণ হয়েছে আসমানী সমূহ কিতাব।** আল্লাহ তাআ’লা বলেন,

“আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ অহী দান করেছি যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।” (সূরা আম্বিয়াঃ ২৫)

৪। **এ কালেমাটি সমস্ত রাসূলগণের দাওয়াতের এক অভিন্ন বিষয় ছিল।** তাঁরা সকলেই এর দিকে আহ্বান ক’রে স্বীয় জাতিকে বলতেন,

“হে আমার জাতির লোক! আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা’বুদ নেই” (সূরা আ’রাফঃ৭৩)